অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ
অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
২১ নভেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর নতুন ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিএসইসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, সম্মানিত বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। আওয়ামী লীগ সরকার গত পাঁচ বছরে এ খাতের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যেই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১২ মহান সংসদে পাশ করা হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণ এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা পাচ্ছেন।

আমি আশা করি, দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন সমুন্নত রাখতে বিএসইসি আরও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব।

এ ভবনের নির্মাণকাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে - এ প্রত্যাশা করছি। আমি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা।

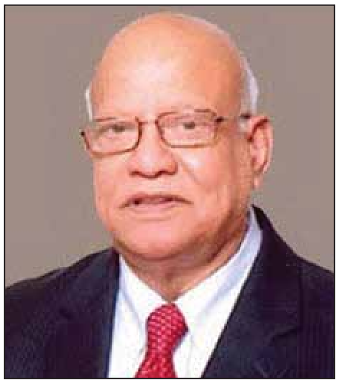

অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিল্পায়নে পুঁজিবাজারেরর ভূমিকা অপরিসীম। শুধুমাত্র ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপর। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত প্রবৃদ্ধির হার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধমান এ সূচক বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে পুঁজিবাজারকে প্রস্তুত করার জন্য আমরা আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি এবং এক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

আমাদের একটি অঙ্গীকার ছিল যে আমরা স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন সম্পন্ন করব। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ থেকে নতুন মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সার্টিফাইড কপি গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে আইনগতভাবে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। অত্যাধুনিক সার্ভেল্যান্স সফটওয়্যার কমিশনে স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে কারসাজি সনাক্ত করার জন্য কমিশনের ক্ষমতা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনস পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উত্তোরত্তর পুঁজিবাজারের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় কমিশনকে যুগোপযোগী করার জন্য তার জনবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সক্রিয় রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে পুঁজিবাজারের মত একটি বৃহৎ সেক্টরে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের শ্রম ও মেধাকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজে লাগানোর জন্য আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কমিশন এবং পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।। জয় বঙ্গবন্ধু।।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি.)

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

আজকের এই দিনটি কমিশনের জন্য খুবই আনন্দের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান কমিশন এবং বাংলাদেশ পুঁজিবাজারকে অকুন্ঠ সমর্থন করার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অত্যন্ত চ্যালেনজিং একটি সময়ে বর্তমান কমিশন কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করা। উক্ত লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সমর্থনে বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা ও চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জে ডিমিচ্যুয়ালাইজেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। এখানে উল্লেখ্য যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার ছিল। শেয়ার কারচুপি ও অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেল্যান্স সফটওয়্যার কমিশনে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সুসাশন বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূচক গননা প্রবর্তন করা হয়েছে। পুঁজিবাজারের জন্য ১০ বৎসর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO) এ “A” category উন্নীত হওয়ার জন্য কমিশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবেও কমিশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে কমিশনের জন্য একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়েছে যার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশন বর্তমানে নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব অর্থে সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১০ তলা বিশিষ্ট বিএসইসি ভবনের নির্মাণকাজ অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে যা ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয়ে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে।

পুঁজিবাজার তথা দেশের অর্থনীতির জন্য অপেক্ষা করছে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত। মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য এবং অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। অভিষ্ঠ শিল্পায়নে অর্থের যোগান দেয়ার জন্য পুঁজিবাজার একটি শক্তিশালী অবস্থানের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের মূল উদ্দেশ্য “বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষন” এর বিষয়টি কখনো অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে বিচ্যুত হবে না। আমি পুঁজিবাজারের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. এম. খায়রুল হোসেন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

চেয়ারম্যান

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন

কমিশনার

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
জনাব আরিফ খান
জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার

কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, (লিয়েন বি,আই,সি, এম এ কর্মরত)
জনাব ফরহাদ আহমেদ
মিসেস রুকসানা চৌধুরী
জনাব এ. টি. এম. তারিকুজ্জামান (শিক্ষা ছুটিতে)
জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান
জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম
জনাব এম. হাসান মাহমুদ
জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম

কমিশনের পরিচালক

জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী
জনাব কামরুল আনাম খান
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম
জনাব রিপন কুমার দেবনাথ
মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
জনাব মোঃ মাহমুদুল হক
জনাব প্রদীপ কুমার বসাক
জনাব রাজিব আহমেদ
জনাব মোঃ আবুল কালাম
জনাব মোঃ মনছুর রহমান
জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান
জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান
মিসেস ফারহানা ফারুকী

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যাবলী

দেশের অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে শেয়ারের সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার পাশাপশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মে, ২০১১ সালে পূনর্গঠিত কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

১. দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে Securities and Exchange Ordinance, ১৯৬৯ এর সংশোধনী বাংলাদেশ গেজেটে ১০/১২/২০১২ তারিখে প্রকাশিত ও কার্যকরী হয়েছে। পুঁজিবাজারে ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ভবিষ্যতে যাতে ফাইন্যান্সিয়াল ও কমোডিটি ফিউচারস এবং অপশনস কন্ট্রাক্টসহ অন্যান্য ডেরিভেটিভ পুঁজিবাজারে লেনদেন হতে পারে সেই লক্ষ্যে এসবকে সিকিউরিটিজের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত ধারা উক্ত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, পুঁজিবাজারে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে কমিশনের সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যান, কমিশনার, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কোন গোপনীয় তথ্য কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করতে পারবেন না। পুঁজিবাজার সংশিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে Special Tribunal গঠন প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর ফলে পুঁজিবাজার সংশিষ্ট তদন্তের প্রয়োজনে কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত রেখে কোন ব্যক্তির/গ্রাহকের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানির রেকর্ড তলব করতে পারবে।

২. পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতায়ন ও যুগোপযোগী করবার উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর সংশোধনী বাংলাদেশ গেজেটে ১০/১২/২০১২ তারিখে প্রকাশিত ও কার্যকরী হয়েছে । পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সংগতি রেখে কমিশনের বর্তমান নাম পরিবর্তন পূর্বক "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" এবং 'সদস্য' পদবি পরিবর্তন করে 'কমিশনার' করার প্রস্তাব উক্ত সংশোধনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশীয় ও বিদেশি সংস্থার সাথে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সহযোগিতা তথ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হবে। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। এর ফলে আরো মেধাবি ও যোগ্য জনবল কমিশনে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এতদ্ব্যতিত, সরকারের অনুমোদনক্রমে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কমিশনে উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। এতে কমিশনের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের স্টক এক্সচেঞ্জের ন্যায় ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর মাধ্যমে দেশের এক্সচেঞ্জ সমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথক করার লক্ষ্যে দি এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেটে ০২/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীম গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং স্কীম অনুযায়ী ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এক্সচেঞ্জদ্বয় EGM সম্পন্ন করে MOA/AA সহ অন্যান্য বিষয়ের অনুমোদন চূড়ান্ত করেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এক্সচেঞ্জদ্বয়ের Demutualization সম্পন্ন হবে। এতে স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের কার্যক্রম ও লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এই আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো (১) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হবে ১৩ জন। তাতে বর্তমান স্টক ব্রোকার/সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ৪ জন, স্ট্রাটেজিক বিনিয়োগকারী থেকে ১ জন, স্বতন্ত্র পরিচালক (কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্রাইটেরিয়া পূরণ সাপেক্ষে) থাকবেন ৭ জন এবং এক্সচেঞ্জদ্বয়ের সিইও/এমডি ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়ে পর্ষদের পরিচালক হিসেবে অর্ন্তভূক্ত থাকবেন। (২) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন। (৩) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে। প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ হিসেবে পরিচালিত হবে।

৪. কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কোন চার্টার্ড একাউন্টস্ ফার্মকে ধারাবাহিক ৩ (তিন) বছরের বেশি এর অডিটর হিসাবে নিয়োগ করতে পারবে না এই মর্মে জুলাই ২৭, ২০১১ তারিখে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে কোম্পানির নিরীক্ষা

কার্যক্রমে গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত হবে।

৫. কর্পোরেট গর্ভনেন্স গাইডলাইনস যুগোপযোগী করে সংশোধন করতঃ এর পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর প্রজ্ঞাপন আগস্ট ৩০, ২০১২ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গাইড লাইনে কোম্পানির বোর্ড এ সদস্য সংখ্যা ৫-২০ নির্ধারণ, স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অডিট ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত গাইডলাইন অনুসারে কোম্পানির চেয়ারম্যান একই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এছাড়াও স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্যে থেকে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৬. শেয়ার বাজারে কারচুপি ও অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করার মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার (Surveillance Software) স্থাপন করেছে। ADB এর অর্থায়নে বিশ্বমান সম্পন্ন এই সফটওয়ারটি সুইডেন থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এই সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ আইনের উপর ভিত্তি করে লজিক এবং প্যারামিটার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে আইন বহির্ভূত ভাবে কোন ধরণের সন্দেহজনক লেনদেন হলে সফ্টওয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের এলার্ট সৃষ্টি হয়। এলার্টসমূহ বিচার বিশেষণপূর্বক পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও অনুসন্ধান এর ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়াও এই সফ্টওয়ারের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনমত প্রতিবেদন (সংখ্যাতাত্বিক ও বর্ণনামুলক) পাওয়া যায় যার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ লেনদেনে কারচুপি ও অনিয়ম হ্রাস পাবে এবং পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৭. পুঁজিবাজার সংশিষ্ট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে Special Tribunal গঠন করা হয়েছে। উলিখিত Special Tribunal এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংশিষ্ট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির এবং জড়িত পক্ষসমূহকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সুশাসন নিশ্চিত হবে।

৮. ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর আওতায় সংশিষ্ট স্টক ব্রোকার-ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের মার্জিন ও নন মার্জিন ঋণ হিসাব (বিও) উভয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য চলতি ২০১২ থেকে আগামী ৩০ জুন ২০১৪ সালে ইস্যুকৃত সকল পাবলিক ইস্যুতে ২০% কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি পুষিয়ে আসার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা এবং সুপারিশ অনুযায়ী পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ঋণসমন্বয়, ঋণের সুধ মওকুফ ও নীতি সহায়তার লক্ষ্যে সরকার নয়শত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন এর কার্যক্রম চলছে। পুনঃঅর্থায়ন এর ফলে পুঁজিবাজারের তারল্য সংকট হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি হ্রাস পাবে।

১০. দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বাজারের স্বার্থ সংরক্ষণে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অক্টোবর ২০১২ সালে ১০ বছরের Master Plan (২০১২-২০২২) প্রণয়ন করেছে। যাতে পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। Master Plan আধুনিক, স্থিতিশীল, টেকসই ও যুগোপযোগী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। উক্ত Master Plan এর উলেখযোগ্য বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ (উল্লেখ্য, তারকা চিহ্নিত পরিকল্পনাগুলো ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে)ঃ

- কমিশনের সক্ষমতা, লোকবল বৃদ্ধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
- সরকারী অনুমোদন ব্যতীত কমিশনের নিজস্ব অর্থে বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা;*
- কমিশন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে অধিকতর সমন্বয়;
- কমিশনের জন্য একটি অত্যাধুনিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠা;*
- আইপি'র জন্য দীর্ঘমেয়াদী গাইডলাইন প্রণয়ন;
- পুঁজিবাজারের জন্য স্বতন্ত্র ক্যাপিটাল মার্কেট ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা;*
- নিরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য Financial Reporting Act প্রণয়ন;
- আর্থিক শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রণয়ন;
- স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;*
- ডেরিভেটিভ মার্কেট প্রতিষ্ঠা;
- স্বতন্ত্র ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা;
- বন্ড মার্কেটের প্রসার;
- ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামোর উন্নয়ন;

১১. Investors, Academicians I Policy Maker-দের Access to information নিশ্চিত করবার জন্য বিএসইসি কর্তৃক Equity Research Publications উন্মুক্ত করা হয়েছে। সেই মোতাবেক Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রনয়ণ করা হয়েছে, যা আগস্ট ২২, ২০১৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ দক্ষতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১২. বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১৩ জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ) কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩. লিস্টেড কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে কমিশনের নির্দেশে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে কর্পোরেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণীর অনিয়ম ও কারচুপি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

১৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়িত হলে কমিশনের দক্ষ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

১৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশে এবং আন্তর্জাতিক ঋণ মান নির্ধারনী সংস্থা Standard and Poor এর সহায়তায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিশ্ব মানের নতুন সূচক প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান “ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস” (IOSCO) এর সাধারণ সদস্য হিসাবে ১৯৯৫ সালে যোগদান করে। বর্তমানে কমিশন “Appendix B” তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) এর পূর্ণ স্বাক্ষরকারী হবার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থাৎ “Appendix A” তে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য IOSCO এর সকল চাহিদা ও শর্তাবলী পরিপালন করেছে (পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন ও অর্ডিনেন্স সংশোধনের মাধ্যমে)। ইতোমধ্যে Varification Team (VT) এবং Screening Group (SG) কর্তৃক বাংলাদেশের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং আশা করা যায় অচিরেই বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন “Appendix A” তে অর্ন্তভুক্ত হতে পারবে। এতে কমিশনের স্ট্যাটাস বৈশ্বিক মানে উন্নীত হবে এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটির কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

১৭. Bond Market উন্নয়নের লক্ষ্যে Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 এর প্রজ্ঞাপন জানুয়ারি ৩০, ২০১৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে Bond Market এর উন্নয়নের মাধ্যমে একটি টেকসই ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে।

১৮. বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সংস্কার পূর্বক Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 এর সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন অক্টোবর ২৭, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে Pre-IPO-এর (প্রাইভেট পেসমেন্ট) এর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলনের অপব্যবহার রোধ করা হয়েছে। এটি আস্থাশীল পুঁজিবাজার গঠনে সহায়ক হবে।

১৯. মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালাকে যুগোপযোগী করতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনী মার্চ ০৪, ২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিধিমালার সংশোধনীর উলেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-

- পুনঃবিনিয়োগ (Re-investment) এর মাধ্যমে মেয়াদী ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণ উহাদের অর্জিত লভ্যাংশ পুনরায় উক্ত ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে।
- ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজে (Fixed Income Securities) বিনিয়োগ করবে এমন ধরনের মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ বলতে এমন ধরনের পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজ যার মেয়াদ ১ বছরের বেশী এবং যা থেকে বিনিয়োগকারীগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে মুনাফা পেয়ে থাকে।
- স্পেশাল পার্পাস ফান্ড (Special Purpose Fund) গঠনের সুযোগ করা হয়েছে যার মাধ্যমে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায় ।
- সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme) এর আওতায় একাধিক ধরণের মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করার দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে।
- সংশোধিত বিধিমালার আওতায় সেলিং এজেন্ট (Seling Agent) গণ বে-মেয়াদী ফান্ডগুলোকে সমৃদ্ধি করতে ব্যক্তি পর্যায়ের প্রশিক্ষিত বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবে।
- সংশোধিত বিধিমালার আরেকটি বিষয় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের রূপান্তর (Conversion), যাহার মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ মেয়াদী ফান্ডগুলোকে বে-মেয়াদী ফান্ডে রূপান্তর করা যাবে।
- সংশোধিত বিধিমালায় ফান্ড ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি কমাতে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সীমা ৭০% থেকে কমিয়ে ৬০% এ আনা হয়েছে।

মেয়াদী ফান্ডগুলোকে বেমেয়াদী ফান্ডে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে কনভারশন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয় যাহা ১০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কমিশন কর্তৃক ডিরেক্টিভ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বাজারে ব্যাপকতা আনতে নতুন ধরণের মিউচ্যুয়াল ফান্ড যেমন- ইনডেক্স ফান্ড, ইসলামিক/শরীয়াহ্ ফান্ড প্রচলন করা হয়েছে।

বে-মেয়াদী ফান্ডে ক্রয় বিক্রয়ের কাগুজে (ম্যানুয়াল) পদ্ধতিতে

পরিবর্তন আনতে সিডিবিএল এর মাধ্যমে ডিম্যাট করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিকন্ত বে-মেয়াদী ফান্ডের ক্রয় বিক্রয়ে ফান্ড ব্যবস্থাপকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর্যায়ে রয়েছে।

পুঁজিবাজারে তারল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য "বাংলাদেশ ফান্ড" নামে ১৭০০ কোটি টাকার সর্ব বৃহৎ বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু করা হয়েছে।

২০. Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 এর সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন নভেম্বর ২৪, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

২১. মার্চেন্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সিইও'র নিয়োগ ও বরখাস্ত, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধনী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জানুয়ারী ১১, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও'র নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে কমিশনের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়। সেই সাথে মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের কমপায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও'র কার্যপরিধিকেও সুস্পষ্ট করা হয়।

২২. মার্চেন্ট ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধনী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন মে ২৭, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ঝুকিকে কমিয়ে আনা হয় এবং উহাদের সার্বক্ষনিক নিট সম্পদ পরিশোধিত মূলধনের অন্তত শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ রাখার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

২৩. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ারের ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোম্পানি শেয়ার Split করে শেয়ারমূল্য বৃদ্ধির যে কারসাজির সুযোগ ছিল তা বন্ধ হয়েছে।

২৪. পাবলিক অফারের পূর্বে শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শর্তাবলী সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন অক্টোবর ২৪, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট বিতরণের বিনিয়োগকারীর সংখ্যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীসহ ১০০ (একশত) জন TIN নম্বর ধারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাইভেট প্লেসমেন্টে ম্যানুপুলেশনের পথ রোধ করা হয়েছে।

২৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ শেয়ার ধারণ না করে লিস্টেড কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে কাজ করা বাজারের একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিএসইসি'র বিগত ডিসেম্বর ১২, ২০১১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের (আদেশ) মাধ্যামে তালিকাভূক্ত কোম্পানির সকল উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণকে সম্মিলিতভাবে মোট পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০% শেয়ার ধারণ এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক পরিচালককে কমপক্ষে ২% শেয়ার ধারণের বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উদ্যোক্তা পরিচালকগণ পৃথকভাবে ২% শেয়ার ধারন করতে ব্যর্থ হলে পরিচালক পদ হারাবেন এবং সম্মিলিতভাবে ৩০% শেয়ার ধারনে ব্যর্থ হলে কোম্পানি রাইট শেয়ার ইস্যুর যোগ্যতা হারাবে।

২৬. Securities and Exchange Rules, 1987 এর আওতায় Special Audit এর ব্যবস্থা করার আদেশ জারী করা হয়েছে। উক্ত আইনে কোন নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন কমিশনের নিকট প্রাথমিকভাবে অস্বচ্ছ প্রতিয়মান হলে পুনরায় কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষক দ্বারা আর্থিক প্রতিবেদনটি পুনঃনিরীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহনের বিধান রয়েছে। তাতে আর্থিক বিবরণীতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা বহুলাংশে সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করে।

২৭. পুঁজিবাজারে কারসাজির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ০৫ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলাগুলি বর্তমানে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে স্থগিত রয়েছে। এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে।

২৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীদের নিকট দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে বিদেশী পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা আরো বেশি তহবিল বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

২৯. পুঁজিবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের তহবিল সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানী থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। এতে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং তারল্য সংকট দীর্ঘ মেয়াদে অবসান হবে।

৩০. তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহের রাইট ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইনস পরিপালন বাধ্যতামূলক করে কমিশন আগস্ট ১৮, ২০১৩ তারিখে একটি নোটিফিকেশন জারি করে ।

৩১. আইপিও-তে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের

নীতিমালা সংশিষ্ট একটি নোটিফিকেশন আগস্ট ১৮, ২০১৩ তারিখে জারি করে। এর মাধ্যমে কোম্পানীর সম্পদ ও দায় এর ভিত্তিতে শেয়ার প্রতি যুক্তিসঙ্গত নিট সম্পদ মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

৩২. Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে ২৮/০২/২০১৩ তারিখের মধ্যে অমনিবাস হিসাব থেকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব-এ রূপান্তর এর নিমিত্ত ডিসেম্বর ৩০, ২০১২ তারিখে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এতে মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Non-Discretionary গ্রাহকদের হিসাবের ক্ষেত্রে প্রচলিত অমনিবাস বিও হিসাবকে পৃথক বিও হিসাবে রূপান্তর করা হয়। এর ফলে মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার এবং বিনিয়োগকারীদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা শেয়ার লেনদেনে অনিয়ম হ্রাস পেয়েছে।

৩৩. পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উলেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইন্সুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরী অথরিটি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি ও বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার এসোসিয়েশন এর সঙ্গে কমিশনের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৩৪. পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ পূর্বক পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, ডিএসই ও সিএসই'র সমন্বয়ে একটি যৌথ পরিদর্শন দল গঠন করা হয়।

৩৫. Closed-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে Open-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর রূপান্তরের নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ কমিশন কর্তৃক জারি করা হয়।

৩৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নতুন সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "Instant Watch Market" ব্যবহার করে যাতে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে বাজার সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যে "Guidelines on Implementation of the BSEC's New Market Surveillance System" নামক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৭. সরকারী প্রজ্ঞাপন নং- ৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬.২০১১(১)-৪২১ তারিখ ১৬ নভেম্বর ২০১১ এর অনুসারে পুঁজিবাজার তদারকির জন্য "সার্বক্ষনিক যৌথ ইন্সপেকশন দল" গঠন করা হয়েছে, যার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৩৮. কমিশন কর্তৃক মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ সমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে Risk Based Supervision এবং Risk Based Capital বিষয়ে একটি রিভিউ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৯. আইন সংশোধনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নাম ও মনোগ্রাম (Logo) পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নির্ধারন করা হয়েছে।

৪০. অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পত্র নং. ৫৩.০১৪.০২০.০০.০০.০০৩.১৯৯৯(৩)-৩৩৫ তারিখ ৬ নভেম্বর ২০১৩ এর সূত্র মূলে বিএসইসি এর আর্থিক স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১২(৪) মোতাবেক কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ কমিশন স্বীয় প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে কমিশনের বার্ষিক বাজেটে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

৪১. গুজব নির্ভর ও নিউজ সেনসিটিভ শেয়ার বাজারের পরিবর্তে একটি পূর্ণসচেতন মূলধন বাজার তৈরির লক্ষ্যে বিএসইসি কর্তৃক বিনিয়োগ উপদেষ্টা বিধিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এর নেতৃত্বে পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিএসইসি কর্তৃক অধিকতর তদন্ত অনুষ্ঠান ও অগ্রগতি।

ক্রমিক নং	বিষয়/বিবরণ	বাস্তবায়ন/অগ্রগতি
০১.	অমনিবাস একাউন্টের শ্যাডো হিসাবে কারসাজি	পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে পুনঃতদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০২.	পুঁজিবাজারে মূল্য উল্লম্ফন	ইতোমধ্যে কারণ বিশেষণ করা হয়েছে। যে সকল কারণে মূল্য উল্লম্ফন হয়েছিল রিপোর্টে তার অধিকাংশই অনুপস্থিত।
০৩.	সিরিয়াল ট্রেডিং ও কারসাজি	তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে।
০৪.	শীর্ষ পেয়ারদের সন্দেহজনক লেনদেন	তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শেষে কমিশন কর্তৃক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য হারে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।
০৫.	অমনিবাস একাউন্টের শ্যাডো হিসাব পরীক্ষা	পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে পুনঃতদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৬.	ব্লক প্লেসমেন্ট (মাত্র দুটি ঠিকানায় ১৯ জন ব্যক্তিকে ১৯ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ)।	তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রিপোর্টে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। ১৯ ব্যক্তি ১৯ কোটির বদলে মাত্র ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার প্লেসমেন্ট নিয়েছেন। তখনকার বিদ্যমান আইনে কোন অনিয়ম হয়নি।
০৭.	ডিসেম্বর-২০১০ এবং জানুয়ারী-২০১১ সময়কালে কয়েকটি/জন শীর্ষ বিক্রেতাদের KYC পরীক্ষা।	তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে কোন অনিয়ম পাওয়া যায়নি। কোন সিকিউরিটিজ আইন লংঘিত হয়নি।
০৮.	শেয়ার অতিমূল্যায়নের ২০০৯ ও ২০১০ সালে শীর্ষ ৫০টি কোম্পানি।	৫০টি কোম্পানীর মধ্যে ১টির তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তৎসময়ে যে সমস্ত কারনে বাজারে মূল্য উল্লম্ফন হয়েছিল সেই সমস্ত কারনে উল্লেখিত কোম্পানীগুলির মূল্য উল্লম্ফনের জন্য দায়ী। সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান কমিশন সংশিষ্ট আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
০৯.	সম্পদ অধিক মূল্যায়নের টেস্ট কেস-(৫ সদস্য বিশিষ্ট চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট কমিটি দ্বারা পুনঃ পরীক্ষা)।	এখনও সম্পন্ন করা হয়নি। অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে বিষয়টিকে গন্য করা হয়নি।
১০.	রাইট শেয়ার/প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুতে অনৈতিকতা	রাইটস ও প্রেফারেন্স শেয়ার সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করা হচ্ছে।
১১.	১৭টি কেস স্টাডিপর্বে চিহ্নিত সমস্যা	তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কাজ শুরু করেছে।
১২.	মোঃ আব্দুস সালামের শেয়ার ব্যবসা	তদন্তে কোন অনিয়ম পাওয়া যায় নাই। পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে এক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক অবহিত করে যে এক্ষেত্রে কোন মানি লন্ডারিং হয় নাই।
১৩.	শামীমা শরীফ এর শেয়ার ব্যবসা	তদন্তে কোন অনিয়ম পাওয়া যায় নাই। পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে এক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক অবহিত করে যে এক্ষেত্রে কোন মানি লন্ডারিং হয় নাই।
১৪.	পাবলিক ইস্যু রুলস, ২০০৬	প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(১)-৩২১; তাং ০২/০৮/২০১১ খ্রিঃ এবং নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬.২০১১(অংশ-১)-১৭৪, তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে "সার্বক্ষণিক যৌথ ইন্সপেকসন দল" গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	"সার্বক্ষণিক যৌথ ইন্সপেকসন দল" গঠন করা হয়েছে।
১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০১.০০.০০১. ২০১২-৩০; তাং ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে প্রভাব বিস্তার করার মত বিষয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	পুঁজিবাজারে প্রভাব বিস্তার করার মত বিষয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
১৭	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৯১; তাং ২৬/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির জন্য "বিধান" প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	বুক বিল্ডিং পদ্ধতির জন্য "বিধান" প্রণয়ন করা হয়েছে।
১৮	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৮৯; তাং ২৬/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্থিরমূল্য পদ্ধতিতে শেয়ার মূল্য নির্ধারণ এর লক্ষ্যে একটি "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" গঠনের সুপারিশ করা হয়।	যেহেতু আইনে BSEC এর মূল্য নির্ধারণের সুযোগ নাই, সেহেতু কমিশন মূল্য নির্ধারণ করে না। তাই এ ধরনের কমিটি গঠন যথাযথ নয় বলে কমিশন মনে করে।
১৯	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৮৬; তাং ২৬/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুর নীতিমালা প্রণয়ন এর সুপারিশ করা হয়।	অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুর নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশে বিদ্যমান বিধি-বিধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
২০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৭৫; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর শেয়ার সিরিয়াল ট্রেডিং এ জড়িত জনাব আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং আব্দুল মোবিন মোলা এর বিষয়ে তদন্ত করে এসইসি অডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ১৭ (ই)(ii) এবং (v) ধারা লঙ্ঘন করায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়।	ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর শেয়ার সিরিয়াল ট্রেডিং এ জড়িত জনাব আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং আব্দুল মোবিন মোল্লা এর বিষয়ে তদন্ত করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(E)(ii) এবং (v) ধারা লঙ্ঘন করায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৭৩; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য বিভাজনে কারসাজি করে এসইসি অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ১৭ (ই) ধারা লঙ্ঘন করায় জনাব সৈয়দ সিরাজউদ্দোলা গং এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	শেয়ারের মূল্য বিভাজনে কারসাজি করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(E) ধারা লঙ্ঘন করায় জনাব সৈয়দ সিরাজউদ্দোলা গং এর বিষয়ে আদালতে মামলা করা হয়েছে।

২২	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৭১; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্মসমন্বয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়।	বাংলাদেশ ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর কর্মসমন্বয় এর লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৭০; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য সুপারিশ করা হয়।	স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। খুব শীঘ্রই রেজিস্টার্ড অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস (RJSC) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন সমাপ্ত হবে।
২৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৬৯; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে বিভিন্ন বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে বিভিন্ন বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন করা হয়েছে। নতুন ১০ বছর মেয়াদী Organogram প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(অংশ-১)-১৬৮; তাং ২২/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব আনোয়ারুল কবীর ভূঁইয়া এবং জনাব তারিকুজ্জামান এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবির ভুইয়া এর বিরুদ্ধে সংশিষ্ট চাকুরীবিধি অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত শেষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাঁকে কমিশনের চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জনাব তারিকুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছিল এবং অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।
২৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-৫৩.০১৪.০৩১.০০.০০.০০৬. ২০১১(১)-৪৩৪; তাং ২৩/১১/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর প্রাক্তন সদস্য জনাব মনসুর আলমের বিরুদ্ধে নিবিড় তদন্তের জন্য কমিশনের কমিশনার জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী এবং পরে জনাব আঃ সালাম সিকদার কে অন্তর্ভূক্ত করে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।	কমিটির তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
২৭	শেয়ার Split নিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের ভিত্তিতে কারসাজির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১০ টাকা ফেস ভ্যালু নয় এমন লিস্টেড কোম্পানীগুলোকে ২০১১ সালের মধ্যে শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০ টাকায় কনভার্ট করার উদ্যোগ নেওয়া সংক্রান্ত পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির সুপারিশ যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়ার সুপারশি করা হয়।	২০১১ সালের ০৪/১২/২০১১ ইং তারিখ হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি একদিনে এমনভাবে সংঘটিত করা হয়েছে যাতে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করে বিভিন্ন কোম্পানী অনৈতিক সুবিধা না নিতে পারে।
২৮	অমনিবাস হিসাবকে একক বিও হিসাবে রূপান্তর করার জন্য পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি সুপারিশ।	পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি এর সুপারিশ অনুযায়ী ইতোমধ্যে মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের non-discretionary অমনিবাস হিসাব থেকে গ্রাহকের একক/পৃথক বিও হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে।

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভবনের ভিত্তি ফলক উন্মোচন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৪ নভেম্বর ২০১৩
১০ অগ্রহায়ণ ১৪২০

ভবনের বর্ণনা

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	**Construction of 10-Storied Building with One Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at Sher-e Bangla Nagar, Dhaka**
২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	ঃ	মূল
(ক) মোট	ঃ	৪৩.৮৬ কোটি টাকা
(খ) জিওবি	ঃ	৪৩.৮৬ কোটি টাকা (বিএসইসি'র নিজস্ব তহবিল)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	....
৪। প্রকল্পের অর্থ (ঋণ, অনুদান, ইক্যুইটি ইত্যাদি)	ঃ	বিএসইসি'র নিজস্ব তহবিল
৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল (প্রস্তাবিত)
(ক) আরম্ভ	ঃ	জানুয়ারি, ২০১৪
(খ) সমাপ্তি	ঃ	ডিসেম্বর, ২০১৫
৬। চলতি এডিপি'তে অন্তর্ভূক্তি ও বরাদ্দ	ঃ	প্রকল্পটি সংশোধিত এডিপি ২০১৩-২০১৪ এ মোট ১৯.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভূক্ত আছে।
৭। প্রকল্পের বৈশিষ্ট	ঃ	বিএসইসি'র নির্মাণাধীন ভবনটি একটি বেসমেন্ট ও ১০টি ফ্লোর বিশিষ্ট। মোট ৮৯,২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট এই ভবনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার সুবিধা সম্পন্ন মাল্টিপারপাস কনফারেন্স রুম, এনফোর্সমেন্ট ও বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচার কাজের জন্য এজলাস, অত্যাধুনিক লাইব্রেরী, ডে-কেয়ার সেন্টার, ক্যান্টিন, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ, তিনটি লিফ্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ
অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

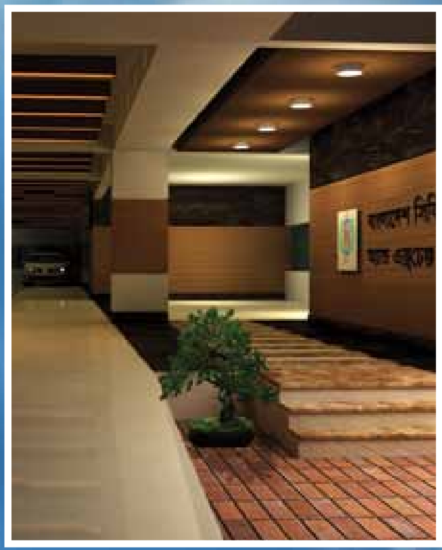

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড
এক্সচেঞ্জ কমিশন

প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদীর্ঘ ২০ বছরের মাথায় এসে পুঁজিবাজারের ব্যাপ্তি ও পরিসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এসে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের লেনদেনেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়সহ সমস্ত বিও হিসাবধারীগণ তাঁদের পোর্টফোলিও অনলাইনে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ পাশ, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এগুলোর মধ্যে অন্যতম সাফল্য। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের বিষয়টি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিএসইসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্তব্যপরায়নতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের ফলেই এসব দুরূহ কাজ সম্ভব হয়েছে।

“ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় সবকিছু করা হবে” -প্রধানমন্ত্রী

* গণভবনে ১৬/১১/২০১১ তারিখ রাতে বিএসইসি ও পুঁজিবাজার স্টেক হোল্ডারদের সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

* ২৩ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে পুঁজিবাজার স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করছেন বিএসইসি চেয়ারম্যান

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৭/১২/২০১২ তারিখে কমিশনের State of Art Surveillance Software উদ্বোধন করছেন

১৫-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লুক্সেমবার্গ -এ অনুষ্ঠিত IOSCO এর ১৩৮তম এন্যুয়াল কনফারেন্স এ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

* BSEC in IOSCO APRC Meeting April 30, 2013, New Delhi

* Meeting with the High Officials of International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Madrid, Spain

Meeting of BSEC Chairman & Commissioner with European Regulators

* Meeting with the High Officials of Financial Services Authority (FSA), London, UK

* Meeting with the High Officials of London Stock Exchange (LSE), London, UK

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

Meeting of BSEC Chairman & Commissioner with European Regulators

* Meeting with the High Officials of Autorite des Marches Financiers (AMF), Paris, France

* Meeting with the High Officials of European Securities and Markets Authority (ESMA), Paris, France

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

Digital Bangladesh
Your Share Portfolio At Your Fingertip
http://www.cdbl.com.bd
Do you know that your Share Balances & Portfolio Valuation is available on the internet to registered BO Accountholders 24 hours a day from anywhere in the world through CDBL website?
www.cdbl.com.bd
Central Depository Bangladesh Limited
SMS Alert Service is also available to registered BO Accountholders of their daily Debit-Credits in their BO Accounts
Register now by downloading the application forms from CDBL Website
Central Depository Bangladesh Limited
Central Depository Bangladesh Ltd. (CDBL)
BDBL Bhaban (18th Floor)
12 Kawran Bazar, Dhaka - 1215
Bangladesh
Tel: 01199883425-7, 9137906, 9137518, 8125402, 8112090, 9137469

Chittagong Stock Exchange Limited

Next Generation Trading System

Internet Trading from Laptop/ iPad/ Mobile

Real online trading where investors can buy/sell directly from abroad and from any corner of Bangladesh

www.bangladeshstockmarket.com

Chittagong Stock Exchange Limited

Corporate Head Office: CSE Building, 1080, Sheikh Mujib Road, Agrabad, Chittagong-4100, Bangladesh, Tel: +880 31 714632-3, +880 31 720871
Fax: +880 31 714101 E-mail: cse@csebd.com

CSE Dhaka Office: Eunoos Trade Center, Level-15, 52-53 Dilkusha C/A, Dhaka-1000,Bangladesh, Tel: +880 2 9513911-5
Fax: +880 2 9513906

CSE Sylhet Office: Ananda Tower (3rd Floor), North Dhupadighirpar Jail Road, Sylhet-3100, Bangladesh, Tel +880-821-721213-5
Fax: +880 821 721214

www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের সেবায়
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সর্বদাই আপনার পাশে আছে

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের জ্ঞাতব্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও বিষয়াবলী

- পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ একটি সুচিন্তিত, পরিকল্পিত ও বিশ্লেষণধর্মী বিনিয়োগ ক্ষেত্র।
- পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে লাভের সুযোগ যেমন আছে, আবার ক্ষতির ঝুঁকিও তেমনি আছে।
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সকল আইন-কানুন, আদেশ ও ঘোষণা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখুন।
- কোম্পানির/মিউচুয়াল ফান্ডের অতীত, বর্তমান ও আর্থিক ফলাফল/অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বিনিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।
- বিনিয়োগের পূর্বে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন দিক, বিষয় ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক।
- মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্কীমের ধরন, মেয়াদ (Maturity), অভিহিত মূল্য, Dividend Yield ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ডের সর্বশেষ ঘোষিত নিট সম্পদ মূল্যের (Net Asset Value) সাথে উহার বর্তমান বাজার মূল্য তুলনা সাপেক্ষে/সামঞ্জস্যতা বিবেচনাপূর্বক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।
- যথাযথ বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগে ঝুঁকি অনেক বৃদ্ধি পায়।
- সিকিউরিটিজ আইন, এসইসি'র আদেশ, নোটিফিকেশন, ডাইরেক্টিভ, গাইডলাইন, স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখা প্রয়োজন।
- সম্মানিত বিনিয়োগকারীদের জন্য এসইসি প্রতি মাসে দু'টি করে ইনভেস্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা বিনা খরচে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলিও প্রতিমাসে দু'টি করে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ সময় সময় এ ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কর্মসূচিতে বিনিয়োগকারীগণকে অংশগ্রহণ করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগসংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।
- শুধুমাত্র সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিবন্ধনকৃত ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে লেনদেন করুন।
- বিনিয়োগের পূর্বে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর নিরীক্ষিত আয়-ব্যয় সহ সার্বিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত কতিপয় মানদন্ড/তথ্য, যথা Price Earning (P/E) Ratio, Earning Per Share (EPS), Dividend Yield,Net Asset Value (NAV), Cash Flow Per Share প্রভৃতি অনুসরণ করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সর্বোত্তম।
- গুজবের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয় এবং গুজব রটানোও আইনানুগভাবে নিষিদ্ধ।
- প্রতিদিনের লেনদেনের চুক্তিপত্র এবং রশিদ নিয়মিত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করুন।
- শুধুমাত্র ব্রোকারেজ হাউজের নামেই চেক/ড্রাফ্‌ট ইস্যু করুন।
- আপনি নিশ্চিত হোন যে ব্রোকারেজ হাউজের অনুমোদিত ব্যক্তির সঙ্গেই লেনদেন করছেন।
- প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার আপনার একাউন্ট স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করুন।
- আপনার হিসাবে কোন ধরনের সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ব্রোকারেজ হাউজের তদারকি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন। উক্ত ব্রোকারেজ ফার্মের তদারকি কর্মকর্তা ব্যর্থ হলে স্টক এক্সচেঞ্জের মনিটরিং, ইনভেস্টিগেশন এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগে যোগাযোগ করুন।
- আপনার বিনিয়োগ থেকে লাভ-লোকসান যাই হোক তা প্রকৃতপক্ষে আপনারই। তাই জ্ঞানভিত্তিক এবং মৌলভিত্তিক শেয়ারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হতে পারে আপনার প্রকৃত সহায়ক।

তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও ঘোষণা সমূহ সম্পর্কে অবগত হতে www.dsebd.org এবং www.dse.com.bd ভিজিট করুন। প্রতি তিন মিনিট অন্তর এখানে তথ্য আপডেট করা হয়। তাছাড়া পুঁজিবাজার সম্পর্কিত সর্বশেষ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য জানতে ডিএসই থেকে প্রকাশিত **পাক্ষিক পুঁজিবাজার** এবং **মাসিক রিভিউ** নিয়মিত পড়ুন।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.

Stock Exchange Building, 9/F Motijheel C/A
Dhaka-1000, PABX : 9564601, 9576210-8
Fax : 9564727, E-mail: dse@bol-online.com
Website: www.dsebd.org, www.dse.com.bd

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায়
স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা
নিশ্চিতকরণে

www.secbd.org
www.sec.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৪, ১৫, ১৬ এবং ২০ তম তলা)
১০ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, ৯৫৬১৫২৫; ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১